কবির পূর্ব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

সময় ভাঙার শব্দ

দেয়ালের উল্টো পিঠে

সূচীপত্র

দুরন্ত হরফ

হেঁটে যাচ্ছেন, ভাবছেন, রাস্তা সোজা, হাঁটবেন ?
ঘাড়ের বোঝা ভারী ; থামবেন, একটু ভাববেন ;
মা ডাকছেন উৎকণ্ঠায়, সূর্য-ডোবা আবছা আলোয়
যাওয়া হয়না লোকালয়ে ভরদুপুরেও ভালোয় ভালোয়,
রাতের চোখে রক্ত জমে উধাও ঘুম বেমালুম
অন্ধকারে নিরাবয়ব আকাশ-পাতাল কত ভাবলুম
রোদ্দুর নেই এ বাসভূমে গা ছম্‌ছম্‌ নরম শহর
আশে পাশে দশ-দিগন্তে ভাঙছে মানুষ খিদের প্রহর ;

ঘরে ফিরে বুকের কাছে ভালোবাসার দরজা-আঁটা
চোখ মেললেই উথাল-পাথাল প্রতিবেশী ছবির খাতা
দুহাত বাঁধা, যেখানে যান, যদ্দুর যান গঞ্জ-শহর ফাঁকা
ইদানীং বিপজ্জনক পৈত্রিক বাসগৃহে অস্ত্রহীন থাকা ,

কয়েদখানার ঘর সাজাতে খুঁজছেন কেন পাতাবাহার
আশেপাশে কান রাখবেন কথা বলছে ইস্তাহার ।

জয়ের কবিতা

জয় করে আপন ভাগ্য লোকালয়ে
বসতিতে সূর্যোদয়ে দাঁড়াও মানুষ,
দিকচক্রে চোখ রাখো মানচিত্রে
তীরের ফলার মতো হেঁটে যাও
টুকরো করে মুখের খোলস
এ শুধুই কথা নয়, কথার কথা
ভাষণের উল্কাপাতে ফেরা নয় এ-হাত ও-হাত
সকাল সন্ধ্যায় কলজের উষ্ণ রক্তপাত
হাঁটাহাঁটি হৃদয়ের উত্তাল সমুদ্র অবধি ;
বদল নিচ্ছে দিনকাল, মহাকাল
বদল নিচ্ছে চোখ-মুখ হাতের মশাল,
ঘামেরা দংশন করুক পিঠে
ফাটতে থাক আলজিভ এবং করোটি
আজন্ম যুদ্ধে আছো, আমৃত্যু যুদ্ধে থাকো
যুদ্ধে থাকো যতক্ষণ না জয় আসে হাতে।

ভালোবাসি বলেই

করতলে অবশিষ্ট ভালোবাসা নিয়েই
এক দুপুর ক্রুদ্ধ রোদে ভয়ানক
ঘর্মাক্ত হাঁটাহাঁটি করি ;
অঞ্জলিতে সর্বশেষ ভালোবাসা নিয়েই
চাঁদা তুলে চা খাই, পকেটের
শেষ কপর্দক দিয়ে ফুল কিনে
সমাধি সাজাই ;

ভালোবাসি বলেই ভীষণ মেঘের
বিকেলেও আত্মজের হাত ধ'রে
ময়দানে হেঁটে যাই শতাব্দীর ঘাসের সবুজে
এক বুক ভালোবাসা নিয়েই
প্রতিষ্ঠিত রাতের মুখ সজোরে
ঘোরাতে চাই টকটকে সকালের দিকে
তাইতো নির্ভয়ে ডুব দিই
সুলিয়ার নির্ভর-ছাড়া সমুদ্র অতলে ;

ভালোবাসি বলেই বর্তমানে প্রতিবেশী
সময়ের বুক-পিঠ হৃদ্‌পিণ্ড এইসব
ভাঙতে চাই, ভাঙতে চাই
বান্ধবের রঙ করা মুখের আদল।

ঐ দেশের কথা

কাল বোশেখীর বুলেট বিদ্ধ রক্তাক্ত লোকালয়
ফাঁসি কাঠে ঝোলে আবাল্য লালিত সব আশা
খামারে খামারে অতর্কিতে পঙ্গপাল এলে ভয়
খুঁটে খুঁটে খায় সিন্দুকে রাখা ঘর্মাক্ত ভালোবাসা ।

ওরা কয়জন প্রকাশ্যেই শিকল ভাঙে হাতে
এসে বলে শোনো : বানাবো নতুন কাল
দিন এনে দেবো রাস্তার ঐ জননীর কালো রাতে
কাঁপুক নৌকো ঝড়ে তবু আমরাই ধরি হাল ।

চোখের আগুনে পুড়ে যাক কান্নার বুড়ো লাশ
শকুন এবার খাদ্য হিসেবে ঠুকরে নিজেকে খাবে
সবুজ বিকেলে নিরুপদ্রবে উড়ে যাবে বালিহাঁস
এ দেশের কথা চিরদিন দেশে দেশে কথা হবে ।

হালসনের আবাদ বিষয়ক

খাতা খুলে অবেলায় কি দেখলেন হিসেব নিকেশ ?
গত সনের ভুল আবাদে খরচ হ'ল চোখের মণি
খিদের দুপুর খিদের বিকেল, কি ভাবছেন আকাশ-পাতাল
অজন্মাতে ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ল শিউলি-সকাল
হাতে হাতে বাঘের থাবা পদাবলী গানের স্বদেশ ;

এ সনে অন্য কথা ক্রুদ্ধ রক্ত শস্যের আবেশ
আল বেঁধেছি নতুন হাতে খুলে রাখি বুকের খনি
এ সনে লাঙল-মুখে কথা বলে ঘোর অশনি
এ সনে মাটির গর্ভে জন্ম নেবে অমোঘ প্লাবন ;

জনপদ কম্পিত হবে চোখে চোখে নবান্নের গান
এ সনে পাল্লা কষে ঘরে ঘরে শক্তিমান শস্যের উদ্ধার
অন্যথায় বিশ্বাসহন্তা মহামারী খরাদগ্ধ শ্বাপদ আহার
লক্ষ হাত রক্তে ভেজে, এ সনে সূর্যমুখী দিনের আহ্বান ।

দিন কাটছে

দুহাত দিয়েই ধরতে পারি
নগ্ন বস্তি রাজার বাড়ি
বিকেল বেলার পড়ন্ত রোদ
উঠছে নামছে ব্যস্ত ভারি
অন্ধ রাতে নষ্ট আমোদ ;
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
প্রেমের ঘরে চাল-বাড়ন্ত
প্রতিবেশী ভিড়ের কাছে
দীর্ঘশ্বাসে বাপ-বাপান্ত
শিশুর হাতেই সময় বাঁচে ;
চারদিকে জল খন্দ-খানা
সাবধানী চোখ রাত্রে কানা
বৃষ্টি এলো কোন পাহাড় থেকে
খিড়কি সদর বন্ধ রেখে
দিন কাটছে গত শতক ধ'রে
বুকভরে বাস গন্ধরাজের ।

চিত্রাঙ্কন

মরচে ধরা রঙ তুলি, রক্তশূন্য কাগজ
ইতস্ততঃ ফেলে প্রতিবেশী শহরতলীর জেলে
চোখে নিয়ে আগুন, বাইরে নাকি ফাগুন
অঢেল রঙ এদিক ওদিক দিগ্বিদিক ;
লোকটা উঠছে, নামছে, শব্দ ক'রে হাসছে,
তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত উপর নিচে ;

হারিয়ে যাওয়া ছবিটাকে সঠিক ভাবে
ধরবে ব'লে ছবির পিছে ছুটছে
মুক্তাঙ্গনে ফুলের বনে ছবির খোঁজে এসে
হারানো সেই গৃহস্থালির ছবি ভালোবেসে ;

ভয়ানক জগতে দেখে মানুষটাকে
আদিমকালের সেই ছবিটা বিঁধছে বুকে
নেমে এলো সবার মাঝে সকাল সাঁঝে
জেলের দরজা, বুকের দরজা হঠাৎ খোলা পেয়ে
ক্ষুধার অন্ন ছিনিয়ে নেওয়া মুঠোয় ধরা আস্থা
ছড়িয়ে দিচ্ছে ভরিয়ে দিচ্ছে গ্রাম-শহরের রাস্তা।

পঁচিশে ডিসেম্বর

অপ্রাকৃত রক্ত চোষা এখন মাঘের শীতের দাঁতে
ভয়ানক বিষে বেঁধে চোখ-মুখ-হৃদয় সম্বিত,
নষ্টনীড় মানব প্রজন্ম অন্ধকারে ফুটপাথে বাতে
বড়দিনে ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট-বুদ্ধ-চৈতন্য চিৎ ;

পথে যেতে চোখ তুলে কে সেই কালের নাবিক
আহা ব'লে গা থেকে খুলে দেবে শীতের র‍্যাপার,
এমন রোদ্দুর প্রিয় আত্মীয়েরা সময়ের কূট বন্দীবাসে
জ্বরে মূর্চ্ছাতুর, লোকালয়ে জন্মের প্রবাসে ভাসে
আত্মজ রক্ত জমে হাতে, মাঠে, প্রতিবেশী ঘাসে ;

অথচ আমাদেরও রৌদ্র ছিল গানের পথিক
শস্যের হলুদ দানা, সূর্যের প্রসন্ন সকাল
চিত্রিত সংসার ছিল জন্মে জন্মে প্রতিটি প্রহর
দুহাতে আকাশ ছুঁয়ে মানুষেরা ছড়াক খবর
সময়ের হাত ধ'রে বর্ত্তমান রক্ত চোখ দিনের শরিক
রোদ্দুরের গন্ধ নিয়ে মানুষেরাই পায়ে পায়ে ভাঙুক শহর

নিজের ভালো

নিজের শোকে হাত রাখলেই
শব্দ ভাঙে উপোসী রাত
নিজের মুখে মুখ ফেরালেই
রোদ্দুর-কাটে সহস্র হাত ;

নিজের ভালো ভাবতে গেলেই
মায়ের বুকের অন্ধকার
ভালোবাসার উচ্চারণেই
দাওয়ায় ওড়ে পাতাবাহার ;

নিজের সুখে বুক ভরালেই
প্রতিবেশী দিনের হাওয়া
একা একা পা বাড়ালেই
পিছন থেকে মিছিল পাওয়া ;

নিজের ঘরে যখনই যাই
পার হতে হয় হাজার সিঁড়ি
আততায়ী চারদিকেতেই
অস্ত্রহাতে খুব জরুরী।

যদি না

যদি না দুর্বার হই বিধ্বংসী উদার আগুনে
অরণ্যের নিশ্ছিদ্র সবুজ সরলে যদি না হাঁটতে পারি
অমল সকালে, তাহলে আরও ঢের কিছুদিন
শস্যক্ষেতে ফসলের ভাগ বুঝে নিতে
রক্তের ভাগ দিতে হবে ;

যদি না সতর্ক সবল দৃষ্টি রাখি
প্রতিবেশী আনাচে কানাচে, তাহলে
আরও বহুদিন সন্তানের খিদের রাতে
অক্ষম সাক্ষী হতে হবে, শতবার
দিনের আলো চুরি যাবে, একান্তে
অজান্তে শিশুখাদ্যে বিষ জমা হবে
প্রকাশ্যেই পুড়ে যাবে দেয়ালের যুগল ছবি
লুপ্ত হবে জননীর মুখের আদল ,

প্রতিক্ষণ যুদ্ধের সকালে নিরপেক্ষ ভেবে
যদি না সশস্ত্র রাখি নিজেকে প্রগাঢ় বিবেকে
তাহলে জনপদে দিবালোকে আক্রান্ত
আমি নিজে বারবার প্রতিদিনক্ষণ ।

লোকটা ভেবেছিল

লোকটা ভেবেছিল
এই খানা-খন্দ অন্ধকার সময়,
সময়তো নয়,
আহা যেন.মাস মাইনের নোকর ;
সাতপুরুষের ভিটে বাড়ীর প্রজা যেন,
যেন পুতুল নাচের নিরেট পুতুল,
ক্রীতদাস প্রতিবেশীর ক্ষয়-কাশের হৃৎপিণ্ড
যেন সময়, শতশত ছিদ্র পথে রক্ত ওঠা
থেঁতলানো সময়, হাতে ধরা সুতোর গুণে
স্থির সরল রেখায় উঠবে-নামবে
বাঁয়ে-ডাইনে, ঘেরা তাঁবুতে খেলবে খেলা
চোখবুঁজে নিশ্চিন্ত ট্রাপিজের খেলা,
হাততালিতে নেচে উঠবে সময় বাহারে সময়।

কিম্বা মাঠ-ময়দানে ডুগডুগির তালে তালে
মিঞা-বিবির খেলা খেলবে নিরবধি
ট্যাঁকের পয়সা খৈয়ের মত টগবগিয়ে
ফুটবে যেমন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ
গুপ্ত-প্রেস পাঁজির বিধান ;
সাদা সাদা জামা গায়ে
বেল্ট বাঁধা সময়ের শিকল ধরে
বিকেলের হাওয়া খাবে, হাওয়া।

লোকটা ভেবেছিল ভেঁপুবাজা চৈত-দুপুরে
ঝাঁপি খুলে দাঁত ভাঙা পদ্ম-গোখরো
বশংবদ খেলবে খেলা ঘাড় দুলিয়ে
ছেলের হাতে মোয়া যেন, আহারে সময় ;
লোকটা ভেবেছিল এমনি ভাবে

ছুঁয়ে ছুঁয়ে চারের মিলে তেলে জলে
মিশে যাবে, মিলে যাবে সকল কিছু
চোখরাঙালেই কাঁদবে শিশু
জলবন্দী পশুর মত।

লোকটা জানতোই না
অতিবড় হুঁশিয়ার সাপুড়েও ঢলে যায়
মহাকাল ক্রান্তিকালে ;
লোকটা জানতোই না তুষের তলায়
মধ্যিখানে ঠিক বুকের মধ্যিখানেই
আগুন ভয়ংকর আগুন।

সেই মুখ

সারারাত ভেবে রাখি কোনদিন একান্তই কাজে
সেই মুখ দাঁড়াবে এসে ক'নে দেখা বধূ-ফেরা সাঁঝে
সে মুখ প্রতিদিন যুদ্ধের আদলে জেগে থাকে মাঠে
শস্যের শরীরে প্রত্যূষের ইস্তাহার লেখে হাতে হাতে ;

সেই মুখ হৃদয়ের এতকাছে গাঢ় নীলে ভাসে
হারানো জানালায় শালিক চড়ুইয়েরা ভিড় করে আসে
শীতের রোদ্দুরে সারাক্ষণ ভরে আছে প্রান্তরের বুক
চারদিকে মানুষেরা হেঁটে গেলে লোকালয়ে মানুষের মুখ ;

দিবালোকে মহল্লায় যে মুখ লিখন লেখে অমোঘ দেয়ালে
শাণিত রঙ তুলি অশনি সঙ্কেত আঁকে বিধ্বংসী ঝড়ের বিকালে
চেতনায় আগুনের সাথেই সেই মুখের খুঁজেছি উপমা
জনারণ্যে সেই মুখ তরঙ্গিত সময়ের উদ্ধত প্রগাঢ় নীলিমা।

আজন্ম যুদ্ধক্ষেত্রে

যুদ্ধক্ষেত্রে সেদিনও ছিলাম ;

প্রাগৈতিহাসিক স্বদেশের হরিৎ
অরণ্যের আদিম হিংস্র প্রত্যুষের
সমুদায় সবুজ ঘেঁটে শ্বাপদের মুখোমুখি নির্ভীক
শঙ্খচূড় সাপের গন্ধ গায়ে মেখে
তপ্ততামা দুপুরের গাঢ় রোদে
অক্লান্ত উদগ্রীব এক শিমুল বৃক্ষের চারা
বুকের সমর্থ ময়দানে পুঁতে নিপুণ সুশ্রুষা
দিয়েছি সেদিন আমি,
আজও আমি যুদ্ধে আছি, রক্তের
প্রহর গুনি সূর্যোদয়ে লোকালয়ে
সর্বক্ষণ 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ;

ক্ষুধার্ত ডুবুরি এক পৃথিবীর অক্সিজেন
বুকে ধার নিয়ে সমুদ্রের নিখাদ তলায়
অলৌকিক অন্ধকারে অগুণতি অক্টোপাস
হাঙড়-কুমির নির্মম ছিন্নভিন্ন ক'রে
যুদ্ধে রক্তপাতে মুক্তো তুলে দুহাতে
বপণ দিলাম সংসারের প্রসিদ্ধ ফসলের ক্ষেতে।

ভয়ংকর আক্রান্ত আমি যুদ্ধক্ষেত্রে,
গঙ্গার দুধারে কারখানায় বস্তিতে
আততায়ী হাঙ্গামায় ধর্মঘটে, ছায়াভাঙা
লণ্ঠনের নীচে বাতাসের গর্জন আর
অরণ্যের অরাজক অন্ধকার চূর্ণ ক'রে
পৃথিবীর নাম ধরে যখন ডেকেছি
গর্ভের রক্তের নিবিড় থেকে বশ্যতাহীন
জননী আমার তর্জনী তুলে চেনালেন
সূর্য-সকাল এবং শস্যের প্রহর ;

প্যারিকমিউনে চিকাগোর মে দিনে
বলশেভিক নভেম্বরে, চীনের রাস্তায়
আমারই পায়ের ছাপ, ভুবন কাঁপানো
প্রতিবেশী সেই দশ দিন, ভিয়েতে-কিউবায়
পুনরায় বাসা বাঁধে কালনায়-কাশীপুরে
দমদমে, বান্ধব রক্তে হাত রেখে
আমরাই বুনেছি ধান, জনপদে সকলের হৃদয়-জমিনে।

এখানে এখন সবাই অধীর খুব
আমাদের রক্ত মাংসে বড়ই অধীর
যন্ত্রণায় গলা টেপে রাত শতাব্দী প্রাচীন
দেয়ালে রক্তের দাগ লেগে থাকে ;

পুনর্বার সঠিক আক্রান্ত আমি আজ
আমরা সব বন্দী যেন সারারাত সারাদিন
মধ্যরাতে জেলের গরাদে সময়ের কাদা ভেঙ্গে হাটি
ক্রমশই সময় বাড়ে বাতাসে কালের ধ্বনি
সত্তায় রক্ত দোলে দিগন্তে থরথর বিস্তীর্ণ বিপুল
বীজের অংকুরিত শব্দ কানে ভাসে ;

এই দেশ স্বদেশ আমার বন্দী দিন
রূপশালী ধানের স্বদেশ, বাঘবন্দী, শিশির ভেজা
শিউলি-সকাল, বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা স্বদেশ আমার,
রক্তচক্ষু সময় ভাসানো নবান্নের রক্তের স্বদেশ ;

জীবন মানে তো শুধু চোখবাঁধা প্রতিদিন
নষ্ট আনাজের আবিল সংগ্রহ নয়
বিধবার হাহাকারে শুধু অক্ষম সাক্ষী থাকা নয়,
জীবন মানে নয় পোষমানা শীতের রাতে
প্রাচীন র‍্যাপারে বুকের ক্ষয় ঢেকে স্থবির

স্মৃতির হাত ধরে থাকা,
জীবন উচ্চারণে বুঝি পাঞ্জাক'ষে
ফি-সন্ ফসলের ভাগ বুঝে নেওয়া
উল্টোদিকে নৌকো নিয়ে পেশী-তোলা-হাতে
হালধরা, ধর্মঘটে উপবাসে পায়ে পায়ে
প্রতিরোধে—প্রতিশোধে অন্ধ মত্ত থাবা তুলে ধরা
এক হাঁটু রক্তে জীবন ছড়ানো আছে
মাটি-নদী-নক্ষত্রময় সর্বাঙ্গে ধানের গন্ধে
মধ্যরাতে জ্যোৎস্নায় ভাসা,
এ এক আশ্চর্য মুগ্ধ প্রাণ-মূল ধ'রে থাকা
টান টান বুকের রক্তের শিরা,
স্বদেশ উচ্চারণে বুঝি সবটুকু
রক্ত দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করা,
স্বদেশের পলিমাটি বীজ ধান, ভাদুগান
তরবারী ঝলসালেই জয়ের সম্মান।

সূচ্যগ্র মাটির জন্য একবুক রক্তপাতে
কুরুক্ষেত্রে কেঁপেছে ধরণী, শ্রেণীর অস্তিত্ববোধে
নিরবধি আত্মীয় তরবারী ঝলসে ওঠে প্রতিদিন হাতে হাতে।

মরু কি ঢাকতে পারে পৃথিবীর সব নদ-নদী?
হে পৃথিবী! শস্য দাও, তাইতো বন্যার পলি বুকে রাখি
আমাকে উত্তাপ দাও, তাই তো মিছিলের চোখের উত্তাপ
আমাকে আলো দাও, তাই তো দুপুরের রোদ
জবা কুসুম-সঙ্কাশ সূর্যের মত ভয়ানক আমি
আজও আমি যুদ্ধক্ষেত্রে;

শিস ওঠা লণ্ঠনের অন্ধকার ছিটানো ঘরে, যুদ্ধক্ষেত্রে
জনক-জননী-জাতকের খিদে মুছে দিতে
পুনরায় পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী রক্তপাত হবে।

ছবির বিষয়

বালক বয়সে যে ছবি শিয়রের দেয়ালে রাখি
নোনা ধরা ছাতা-পড়া পিতামহের প্রাচীন দেয়াল
রক্তে মাংসে অম্লান ঝড়ের দুর্দম আত্মীয় পাখি
কি যেন ভয় তার দুচোখ তাজা রক্তে লাল।

নাম উচ্চারণে গেঁথে যায় দৃশ্যান্তরে গোত্রধাম
ঘর্মাক্ত দুপুরের চঞ্চল শ্রম আর রাতের বিশ্রাম
বকুল গন্ধের মতো অপরূপ অমেয় গাঢ় তার স্বাদ
বাতাসে ছড়িয়ে বাঁচে চিরদিন অবাধ-অগাধ।

ব্যাধ এসেছিল কাল রজনীতে কি ভীষণ সেই স্মৃতি
ছড়ানো বারান্দায়-ঘরে যন্ত্রণার রক্তিম নির্মম পালক
অক্ষিগোলকে ধরা থাকে যতবার শতকের সৃষ্টি-স্থিতি
মধ্যদিনেই ছবির পৃথিবী ভেঙে হাসে বিংশ শতক।

রাতের গভীরে ধ্বনি হয় প্রতিধ্বনি আশ্চর্য ছবির ভিতর
টগবগে অশ্বক্ষুর পদাতিক অতিক্রুত করে পারাপার
খবরে কথায় শব্দে ছবি হাঁটে নিরবধি দুর্জয় দুর্বার
এত ভয়ানক কথা শব্দ জমা থাকে ছবির ভিতর ?

এই বসন্তে

স্ট্যাব করা সেই মহিলার লাশটা
অব্যবহৃত পুকুরের স্থবিরতায় অন্ধকারে
নিশ্চিন্তে ফেলে এসে দুহাতের পাঞ্জা
থেকে আমাদের আত্মীয় রক্তের দাগ
রাতারাতি ধুয়ে মুছে, গায়ের জামাটার
রঙ-ফেরতা ক'রে দাড়ি চেছে ভদ্দর ভদ্দর
মুখে বসতির মধ্যিখানে বিশ বার হাঁটলেই
জনপদের মানুষগুলোর চোখে আপনার চেহারাটা
ভিন্ন আদল পাবে, একথা ভেবেই আপাততঃ
নিশ্চিন্তে সংকীর্তনে সাজানো শব্দ গন্ধে
আবিল নরম আলোয় বিভোর থাকুন ;

ততক্ষণে এবারেব বসন্তে সরকারী আদেশ
অমান্যকারী গাঁ-শহরের পলাশ-শিমূলের
সেই প্রাচীন মাননীয় বৃক্ষে রক্তের ফোঁটাগুলো
জমে জমে উদাত্ত আহ্বান হয়ে থাক
বাগদীপাড়ার মাঠে, শস্যক্ষেতে, শিমুলিয়ায় পলাশপুরে।

বাংলার শরীর

বাংলার আস্ত শরীরটাই এখন যেন
কেউ কারও ঘরে নেই, অথবা কারুরই
ঘর নেই, অতি জীর্ণ বালিশ-বিছানা
দেয়ালের লক্ষ্মীর পট এইসব ইতস্ততঃ নিয়ে
সরীসৃপ লাইনে দাঁড়িয়ে লঙ্গরখানায়
এ পাড়ায় ও পাড়ায়, বাংলার শরীর
এখন আকালের অন্ধকারে মিশে আছে ,

তথাপি মাঝে মাঝেই এ পাড়ায় ও পাড়ায়
মানুষের ভিড় জমে ওঠে, মানুষের
লবণাক্ত গন্ধ-স্পর্শ-রঙ এইসব ধাতব শব্দ
জমা হয় ফুসফুসে এ পাড়ায় ও পাড়ায় ;

মানুষের ভিড়ে নাকি ভয়ানক বারুদ জমা থাকে
উপযুক্ত বাতাস পেলেই সাংঘাতিক ফেটে যাবে
মাটি-পাহাড় আলজিভ এবং করোটি।

বুকের অনন্ত অতলে ভাসে বিস্তারিত বিশাল বন্দর
আজন্মের জিজ্ঞাসা অঙ্কুরে কাঁদে লখিন্দর উজানে ভাসান
এ ঘাট ও ঘাট ছেড়ে মধ্যরাতে স্বপ্নের জাহাজের অতীন্দ্রিয় সুর
করতলে ধৃত-পাত্রে অমৃত অতীত হৃদয়ের উদ্বেল গভীর সাগর
আত্মীয় রক্তের মর্মে ডুবে গেলে তের-নদী সাত সমুদ্দুর
প্রাণের জঠরে প্রাণ উদগ্রীব আলোর শিখা শিয়রে অম্লান
মেঘজমা আকাশ দেখে মনে হবে শৈশবের ঘুঘুর দুপুর
নিজের কক্ষপথে মেরুবৃত্তে ঘর্মাক্ত জীবনের বৈকালিক অবগাহ স্নান
আদিম কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মহাকাল শিকার উৎসব
ইতিহাস পথ ভুলে যুগান্তের বক্ষ চিরে মাথা তোলে হিরণ্য বৈভব ;
ঐতিহ্যের বন্ধক ভেঙে আগুনে সিন্দুক পোড়ে পুড়ে যায় গার্হস্থ্য সুখ
সময়ের জতুগৃহে দগ্ধ হবে অচৈতন্য রক্তহীন মিশরীয় মুখ
ঐকান্তিক খননে মগ্ন না হলে কেউ কি খুঁজে পায় পৃথিবীর প্রথম কংকাল ?
সময়ের প্রশ্নবাণে শরীরে বিঁধে যাবে "তৎ সবিতুর বরেণ্যং" রক্তিম সকাল।

বয়সে উত্তর তিরিশে

[ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে]

বয়সে এখন নেই সেইসব শৈশবের উদ্বেল নদী
উত্তর তিরিশ লগ্নে হেঁটে গেছি রক্তের সমুদ্র অবধি,
সেই দিন রৌদ্র ছিল, ঘ্রাণ ছিল ফুলের শরীরে
সমুদ্রের স্বাদ নিতে ডুবে গেছি অনুপম রোদের নির্ভরে ;

তারপর···
অম্লান রক্তজ্বলা চৈতন্যের দিনে
ডাক দিয়ে বলেছিল ঃ
এই আলো—হাওয়া—নদী
লোকালয়ে বাঁচে নিরবধি, যদি
সারাদিন সারাক্ষণ জ্বলে,
বিকালে, হৃদয়ে, তাহলে ?···

তাহলেই তুমি আমি রণে প্রতিক্ষণ হেঁটে যাবো
রক্তে মাংসে সময়ের মানুষের বুকের দেয়ালে
সংসারে সময়ের তরঙ্গ মেখে পাশাপাশি
দুরন্ত গাঙ চিল শঙ্কাহীন সবুজের রাশি
দু'হাতে ছড়িয়ে গেছি আ-দিগন্ত জমির ভিতর
নিরন্তর, কতবার সকালে-দুপুরে বেলা-কালবেলা ;

বৈশাখের ঝড় শেষে শক্ত বাঁধা চৈতালীর নীড়
সব স্মৃতি সূর্য হ'লে, আহা, বসতিতে বসন্তের ভিড় ।

শতবর্ষে সময়ের চিঠি

সময়কে দুহাতে আ-দিগন্ত সুতোয়
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পায়ে পায়ে
দিনে দিন মাসে মাস হাঁটতে হাঁটতে
দুহাতে বুকে পিঠে জড়িয়ে নিলেন
কি আশ্চর্য মমতায় দগদগে রক্তের দাগ।

দেয়ালের মলিন তাকে
শেষ প্রশ্ন ঝুলে আছে
লোকালয়ে গৃহদাহ, আপনার
ফটোগ্রাফের নিচে আঁকা বাঁকা
স্বাক্ষরের দীর্ঘশ্বাস কথা বলে,
কথা বলে, শব্দগুলো
বিঁধে যাচ্ছে বেমালুম সময়ের বুক।

ফুল আর ধুনোর গন্ধে বর্তমান সময়কে
রাস্তায় অচৈতন্য রেখে, ঘসে ঘসে
রক্তের দাগ মুছে সাদা সাদা
আল্পনা আঁকে ঘাতকের হাত।
ফুলের মধ্যেই থাকে যাদুকর ফুলের হৃদয়
ধুক ধুক ওঠা নামা বুকের হাঁপড।

মানুষের চোখের জলে আল বেঁধে
ক্ষেতে মাঠে আপনার ভয়ানক ঘর্মাক্ত
দাপাদাপি ভালোবাসা, ভালোবাসা হাহাকার
ফুলবেড়ের চটকলে ধর্মঘট,
ফিস ফিস ভালোবাসা শব্দ গড়ে
কব্জি তোলে, আহা শব্দের
মধ্যেই থাকে শব্দের হৃদয়

ধূসর ধানের বুকে হাত রেখে কত রাত
আপনার কণ্ঠস্বর নিদ্রাহীন পার হতো
ঘামে রক্তে নেয়ে, ফি-সন আউশে আমনে ;
রক্তাক্ত পার হতেন এ পাড়া ও পাড়া
পাড়াগাঁ বাংলার মাঠ, ঘাট চষাজমি
শীতের হু-হু-করা ভাঙা বেড়া
হাহাকার সংসার ভালোবাসা, ম্যালেরিয়া—
কলেরার মহামারী, ভালোবাসা, সংসার, সংসার।

আল্‌পনা মুছে দিয়ে রঙ বেরঙ
সামিয়ানা পার হয়ে ফুলগুলো
হাতরে হাতরে সরিয়ে সরিয়ে, ফুলগুলো
ভাঙতে ভাঙতে সন্তর্পণে পা রাখুন,
আহা, ফুলের মধ্যেই থাকে যাদুকর
ফুলের হৃদয়।

এক উঠোনের দুনিয়া

একই গাছে হাজার রঙের ফুল
তারই মধ্যে মাথা তোলে হলদে সবুজ
আর পলাশ-শিমুল,
বুকের ভিতর সেই সব কথারা অবুঝ
অবারিত রোদ্দুরে হাত তুলে দাঁড়ায় নির্ভুল।

মানুষ হাঁটে দৃপ্ত পায়ে হাতে ফুলের ঝাঁপি
সারাটা দিন বসতিতে ভূতের দাপাদাপি ;

এক উঠোনে হাজার লোকের ঘর
চৈত্র দিনে হৃদয় ভ'রে হঠাৎ এলে ঝড়
ব্যস্ত সময় থমকে দাঁড়ায় ক্লান্ত জোয়ার ভাঁটা
নতুন মানুষ দিগ্বিদিকে রণপায়ে হাঁটা ;

সেই যে তুমি বুকে নিলে হাজারো প্রত্যাশা
লাঙল বুকে ঢালে বীজ
এক উঠোনের দুনিয়া জুড়ে রোদের ভালোবাসা।

কে পারে ?

বিবরে দরজা এঁটে জানালার মলিন পর্দায়
কেউ কি ঠেকাতে পারে হাওয়ার ছোবল,
যে হাওয়া বসতি ভাঙে
যে হাওয়া চৈত্রের প্রিয় আলিঙ্গন ?

দু চোখ বন্ধ রেখে কে পারে হেঁটে যেতে
অন্ধকার খানাখন্দ, পড়ে থাকা
দশকের লাশ ? সন্তর্পণে কে পারে
পার হতে যুবকের হৃদয়ের রক্তের নদী ?

অন্ধকারে নিজের খোলসে
রুমালে নাক ঢেকে কে পারে
না শুঁকে আততায়ী বারুদের তাপ ?
অথবা প্রতিবেশী ঘামের গন্ধ
রৌদ্রদগ্ধ মাঠে ফসলেব ঘ্রাণ ?

দুকানে কুলুপ দিয়ে কে পারে
এড়িয়ে যেতে বেতারের নরম খেউড় ?
ফিস্ ফিস্ চক্রান্তের গুপ্তচর ভাষা ?

দুহাতে ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে কে পারে
না ছুঁয়ে থাকতে গৃহস্থের দাওয়ার আগুন ?
যখন আগুনে পোড়ে স্বদেশের প্রিয় বনস্থল
তখনই বাইরে এসে দুহাতে দাউ দাউ
জ্বালিয়ে দাও চেতনার গূঢ় অন্তস্থল।

যুদ্ধযাত্রা

জন্মের নিরবধি কালে নির্মল আঁতুরে
শিয়রে জমা রাখা নির্মম পৈত্রিক লোহা
ফিরিয়ে দাও, অস্ত্র দাও হাতে হাতে
হে জননী আমার!

নাড়ি ছেঁড়া যন্ত্রণা-নীল অস্থিষ্ঠ প্রসবে
যদি জন্ম নিয়ে থাকি, প্লাবনের
পলির পরে লাঙলের দাগ এঁকে
জন্ম যদি হয়ে থাকে হৈমন্তী ফসল,
জন্ম-ক্ষণে শঙ্খ যদি বেজে থাকে সধবা দুপুরে
যদি সেই ভীষণ মধ্যরাতেই হয়ে থাকে
তোমার প্রেমের উদ্ধার, তবে কেন
অস্ত্র দাওনি হাতে হাতে, হে জননী আমার?

তোমার বুকের তলায় দুঃস্বপ্নের
রাত গাঢ় হ'লে, কেন আমি পারিনি কাঁপাতে
আ-ভূমি অরণ্য পর্বত?
তবে কেন বান্ধবের লাশ নিয়ে
মর্গ থেকে বারবার শবযাত্রা করি?

কেন তবে দিবালোকে আমারই চোখের সামনে
ভগ্নির কুমারী গর্ভে হিটলারী বিষ
ঢালা হলে নিরপেক্ষ পার হই
প্রতিদিন সংসারের রক্তশূন্য পথ?

কেন তবে ঘাড় ধ'রে পারিনা ফেরাতে
বসতিতে উপোসী রাতের মুখ?
কেন তবে কব্জি তুলে পারিনি দাঁড়াতে
ফসলের ভাগ নিতে আ-দিগন্ত মাঠে?

কেন তবে প্রচণ্ড চীৎকারে জানাতে পারিনি
এই গোপন সংবাদ হৃদপিণ্ড খুলে
'এই যে বারুদ নাও, জ্বালাও আগুন' !
অস্ত্র দাও হে জননী !   যাত্রা করি
অমোঘ যুদ্ধে শোধ ক'রে মাতৃঋণ,
না হলে বারবার নিষ্ফল ক্রোধ
এসে গলা টিপবে প্রিয়-আত্মজার।

সংলাপ

যে মানুষ রোদ্দুরে হাঁটে একা একা ভিতরে বাহিরে
শতকের বঞ্চনা ভুলে যে মানুষ রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র ভাঙে
ভয়ানক ব্যথায় কাঁপে বিধবা বোনের দুচোখ
তখনই সে মানুষ উধাও ভেসে যায় বেনামী বন্দরে ;

বান্ধব সান্নিধ্য এসে পুনরায় ঘনিষ্ঠ আলাপে
বিগলিত শোকাশ্রু দিয়ে মুছে ফেলে সব অহঙ্কার
বিচ্ছিন্ন এক নৌকা যেন টেনে যাওয়া জীর্ণ দাঁড়
অন্য জনে হাল ধরে স্রোতে ক্ষুব্ধ তরণী কাঁপে ;

আমার সকালে আরো স্বচ্ছ মনে হয় সমাচার
খবর ছড়ায় পাঞ্জাবের গমক্ষেত থেকে পুনর্বার
রাজপথে লক্ষ লক্ষ অশ্বখুর স্পর্ধিত শব্দ তোলে
পাথরের চোখ দুটি ঢেকে মহারাজ সমুদয় দৃশ্য ভোলে

নবান্নের দিনের মতো অপরূপ গাঢ় তার স্বাদ
বাতাসে ছড়িয়ে থাকে অবিমিশ্র অবাধ অগাধ।

পার্থিব বিবৃতি

এই ঘর-বার, উঠোন চাতাল
ছাতি-লাঠি, পিতামহের নাম লেখা
খাগড়াই কাঁসার বাটি, কণ্ঠস্বর-পরচুলা
হেঁসেল-টেবিল, মর্ত-পাতাল,
দূরাগত প্রতিবিম্ব এইসব পদশব্দে
টাল-মাটাল আ-সমুদ্র হিমাচল,
বিলকুল সকল কিছু, নিস্তরঙ্গ অতলে
ইতিহাসে একান্তে গভীরে গহীনে
ডুবে গেলে মাঝে মাঝে ভয়ানক
অস্পষ্ট অচেনা লাগে ;
বর্তমানে আমাদের সকাল দুপুর
সন্ধ্যে কাটে পরিচিত পুকুরের
নিস্তরঙ্গ ঘাটে, শনিমঙ্গল হাটে
সঙ্গীতে হাপুস নয়নে কাঁদে দিবসরজনী।

ঈশ্বরের চোখের থেকে চোখ টেনে
প্রাকৃত দৃশ্যে রাখি, দৃশ্যান্তরে অপত্যমুখে
এখনও সকল কথা কথামৃত হ'তে
কয়েক শতাব্দী বাকি ; তবু
বিগত যৌবনা সব ফুলেদের দুঃখ সুখ
শুয়ে আছে টানটান ফুটপাতে-ময়দানে
অথচ আলোকিত উদ্যানেই চেয়ে থাকে
অহর্নিশ অবিচল পার্থিব শিশুদের মুখ।

সময় বিষয়ক

এখনও আগুন দেখলে ভয় ?
বিপন্ন রাতের আশ্রয়
নিয়ত বয়ে যাচ্ছে সময়
সময় ক্ষয়ে যাচ্ছে জানি ,

লোকালয়ে মাথার উপর ঝড়
প্রতিবেশী সময় দুর্মর
অপত্য দুচোখ নির্ভর
সারাদিন যুদ্ধের হাতছানি ;

হৃদয় ভরা শোক
খুলি সময়ের নির্মোক
ক্ষুধার্ত্ত ইহলোক
সারাদিন বিস্তৃত করতল ;

ক্ষয়ে যাচ্ছে দিন
ক্ষয়ে যাচ্ছে রাত
প্রস্তুত দুটো হাত
সকালেই কর্ষিত সমতল ।

লৌকিক স্টেশনে

ভৌতিক অন্ধকারে ঘর্মাক্ত দুঃস্বপ্নের মতন
তরল আবিল আলো অলৌকিক স্টেশনে এখন
চারপাশে থিক থিক অপসৃয়মান বিকেলের মুখ
এখানে এমনি করেই মানুষের বাঁচামরা দুঃখ-সুখ ;

ধান কাটা রিক্ত মাঠ শস্যের শোকে ভারাতুর
একদা পাখি ওড়া ক্লান্ত ডানা ঘরে ফেরা মন
আমাকেও ডেকে নেয় লোকালয়ে জানি না কখন
সারাদিন সারারাত মানুষের অবিরাম কান্নার সুর ;

দুর্গন্ধ অন্ধকারে নিরবয়ব মুখ ঢেকে থাকা
মনে হবে এইখানে পৃথিবীর সব আলো ঢাকা
অথচ সেই মন কতদিন কত রাত ভেবেছিল কত
তন্ময় শিশুর মুখ আকাশটা বড়ই উন্নত ,

সেই মুখ হারিয়ে গেছে তবু তারে খুঁজি
অচেনা আলোর রেখায় সেই মুখ এত ম্লান বুঝি !

আমাদের শীতের র‍্যাপার

[পথের শেষে যেতে হলে সব পথ মাড়িয়ে
যেতে হয়, মধ্যপথে পথ সংক্ষেপ করা যায় না] —মুজফ্‌ফর আহমদ

পথটার ঠিক মাঝামাঝি কিনা জানা নেই
তবে কম নয়, ঝড় বাদল, অসম্ভব শীত
আগুনের বাড়-বাড়ন্ত শরীরে হাত রেখে
এশিয়ার চারপাশে সকলেই অমোঘ রাস্তায়,

এখানে আমাদের গায়ে জড়ানো আছে
আপনার দিয়ে যাওয়া শীতের র‍্যাপার
পথকে সংক্ষিপ্ত ক'রে পিছনে যাবার
মতো পথ আর নেই, কেননা আমার
পায়ের দাগের পরেও মানুষ, সীমাহীন
আ-দিগন্ত বিস্তৃত মানুষ আছে তারও পিছনে,
যদিও ভীষণ শীত অকুলান শীতের র‍্যাপার
তবুও সমস্ত পথটাই ঘর্মাক্ত ভেঙে ভেঙে
ক্রমশই লুপ্ত হবে আমাদেরই অশ্বখুর পায়ের তলায়
সেদিন ঘরে গিয়ে উঠবো আমরা বিকেলের
পড়ন্ত বেলায়, বারান্দায় আপনি আছেন,
চিরদিন যেমন ছিলেন, মীরাটের আদালতে
ঘোষণার দিনটির মতো ইতিহাস আবার সেদিন
আপনার কণ্ঠেই শব্দের মালা হয়ে দুলবে আকাশে
: "কমরেড শরীরে যত্ন নিন, এখনও সম্মুখে শীত
এই নিন অনিবার্য শীতের র‍্যাপার"।

স্বাধীনতা এখন যেমন

বুকের বয়স বাড়ে ;
চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-বসতির জল হাওয়া
প্রেয়সীর চোখ-মুখ আর
উপোসী দিনকালে সময়ের দাগ লাগে ;

দূরবীনে চোখ থাকে
সাইরেণের কাঁপা সুরে আ-ভূমি হৃদয় জানিয়ে
সেদিনের আবাদী সকালের
বর্ণমালা হাতে তুলি, তীরের ফলা
বুকে বেঁধে, হায় স্বাধীনতা ;

সময়ের পশ্চাতে ছায়া ভাঙে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়
হায় স্বাধীনতা তুযুগ পায়ে হেঁটে
সানকীর অন্ধকারে এ তুমি কোথায় দাঁড়ায়ে
আত্মজার রক্ত হাতে ; অথচ শ্রেণীর যুদ্ধে নয়
লঙ্গরখানায় দাঁড়িয়ে তুমি হায় স্বাধীনতা।

সেই পাখির বিবৃতি

কয়েক শতাব্দী ধ'রে দাঁড়ে বাঁধা পাখিটার
ইদানীং বেশ বোল ফুটেছে মুখে, শতকের
বোবা কণ্ঠে বেকুফ্ গোঙানী শুদ্ধ এখন
বরং বেধড়ক উচ্চারণে মুক্ত করে
এক একটা বেপরোয়া ভরাট অক্ষর ;

কবে সে দেখেছিল মাথার উপর
দাঁড়ের কাছে ঝুলে থাকা শতকের"
প্রাচীন আকাশ, আমনের লাঙল ধরা
ঘুঘুর দুপুর, রক্তে ভেজা মাটির উপর
সূর্যের অমল খেলা দেখেছিল সেই পাখি,
অতীতের আরণ্যক স্মৃতি বুকে নিয়ে
ঘোষণা করছে সেইসব বৃক্ষের কলরব ;

একদিন এক দুপুরের গাঢ় রোদে
পুরাতন সামন্ত বাড়িটার চোখে ধুলো দিয়ে
ভয়ার্ত জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে পাখিটা বেমালুম উধাও

জোড়া গীর্জায় আমি ও মাইকেল

এই যে মানব মানবী যাকে কেউ বলেনি সমুদ্র কতদূরে
অথচ সে প্রতিদিন সেই কথা ঘর্মাক্ত বলেছে স্বরে স্বরে
দশ দিগন্তে সাতসমুদ্রের উদাত্ত আহ্বান কানে বাজে
ভুবনে প্রভাত হল, অতন্দ্র মানুষ চলেছে তার কাজে।

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল"
দাঁড়ালাম। "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি"
হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে হেঁটে আমি দাঁড়ালাম,
হ্যাঁ! বঙ্গেই জন্ম আমার, প্রজন্ম পিতা-মাতা-প্রপিতামহের;
বঙ্গ আমার! শিয়রে জাগ্রত জননী আমার,
বকুল গন্ধে বন্যা-ভাসা রূপশালী ধানের স্বদেশ
এই দেশ, বঙ্গদেশ।

লৌকিক কণ্ঠস্বর শুনি সমাধির অন্তস্থল হতে:
বীরবাহুর পতনের পর যোদ্ধাবেশে সাজে মেঘনাদ
তিলোত্তমা অসম্ভব বর্ত্তমানে স্বদেশে আমার
প্রমিলার অগ্নি-অশ্রু রক্তমাখা অস্ত্র ঝনঝন
আজি প্রাতে সুরু হবে মহারণ;
অবিকল অমিত্রাক্ষর উচ্চারণে শব্দ ওঠে,
শব্দ ভাঙে চরাচরে, সেই থেকেই দাঁড়িয়ে আছি
কপোতাক্ষ-কলকাতায়; আক্রান্ত স্বদেশভূমি
এ স্বদেশ বধ্যভূমি, আক্রান্ত আলতামাখা
পিতামহীর চরণের পট, আক্রান্ত অপত্য মুখ,
আক্রান্ত জননীদেহ, আক্রান্ত শতাব্দী বিবেক,
তুলসী মঞ্চের বেদীতলে ভগ্নীর আক্রান্ত যৌবন
আজি প্রাতে সুরু হবে মহারণ;

আপনার শতাব্দী প্রাচীন অস্থি মাংস নিয়ে

অনিকেত অন্ধকারে নৃত্য করে শৃগাল-শকুন সর্ব
আক্রমণে ষড়যন্ত্রে ফিস্ ফিস্
কূট-কীরিচের খেলা খেলে
মুদ্রা জমে প্রকাশ্যে-গোপনে দেশী ও বিদেশী ;
স্বেচ্ছাচার-স্বাধীনতার নামাবলী গায়ে
ইতিহাসের পাতার ঠোঙায় অবিমিশ্র
বমির কারবারে ফাঁপে গল্পের খাতা
হানিফের বৌটার সম্ভাব্য দেহের আয়নায়
ভাসে ধর্ষিত কবিতার মুখ,
অতিবৃদ্ধ শালিকেরা সুপ্রাচীন রোঁয়া চাঁছে বারবার
পুনরায় জন্ম নেয় অন্ধকারে কদাকার শুঁয়া ;

আপনার একান্ত বন্ধু স্বজন
ঐক্য-বাক্য-মানিক্যের লৌকিক ঈশ্বরের মুণ্ডহীন
মুখে শব্দ ফোটে, শব্দ ভাঙে, গোলদীঘির চারপাশে
ভয়ংকর যুদ্ধের শব্দ, স্তব্ধ বুকের সমস্ত রক্তের সম্বল
ভাসিয়ে দেয় কথামালার সমুদ্রের মহাক্রুদ্ধ জল ;

তারপর রাত্রিশেষে মানুষই জেগে ওঠে পরাক্রান্ত দিগন্তে আবার
মৃত্যুকে কয়েদ করে মুদ্রা-রাক্ষসের সমাধি ভেঙে
মাথা তোলে বিস্ফারিত দিন,
আত্মীয় রক্তের তিলক আঁকা অনাগত ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন সীমাহীন।

শতাব্দীর বুকের ভিতর

কারা যেন অনায়াসে পার হয় রক্তের ভিতর
বুকের দ্বাদশ সিঁড়ি, হাত ধরে নিয়ে যায়
এ বাড়ি ও বাড়ি, অস্থি মাংসে নবান্নের গন্ধ লেগে
থাকে বিবেকে, আশ্বিনের ধানের দেহে কারা যেন
হাত রেখে ছবি আঁকে, শুধুমাত্র গৃহস্থ পাখিরাই
কানে এসে বলে যায় বিকেলে সেইসব
রক্তের আত্মীয় শরিকের নাম ;

এখনও বয়সের বহুদিন বাকি
ঘটনা প্রতিদ্বন্দ্বী ঘাত প্রতিঘাত, ঘোরানো
সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে একান্তে ;
সেইসব নাবিকেরা শুধুমাত্র গলাছেড়ে
ডাক দিক ঃ আমি আছি, রক্তের ভিতর
দেখা যাবে ভয়ানক শব্দ ক'রে ঘড়ির কাঁটা
খসে যাবে, থেমে যাবে বাস-ট্রাম
তবু আমি শব্দ তুলি, শব্দ গড়ি আমি আছি,
আমি আছি শতাব্দীর রক্তের ভিতর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে

এখনো আমরা আছি এখানে বর্ত্তমানে
শরীরে জড়িয়ে আছে সময়ের যাবতীয়
দগ্ধচিহ্ন, যন্ত্রণা, অসুখের অবসাদ
এইসব নিয়ে এখানে আছি বর্ত্তমানে ;
জীবনের স্খলিত সুখ রিক্ত বৃক্ষের নীচে
এখনো কদাচিত দু'একটি পাখি এসে
বসে ডালে, এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে দেখি
প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলো ক্রমশই ডুবে যায়
শেয়ালদা ইস্টিশনে জন্ম-মৃত্যু-প্রজনন
হা-অন্ন গ্রামে ও শহরে, খরা জীর্ণ
ফসলের ক্ষেতে এইখানেই সংসার পাতা
নিয়নের অন্ধকারে হৃদয়ের রক্ত ঘাটা দহন বেলায়।

অথচ সোনার চেয়েও দামী আমাদের
চাল বাড়ন্ত ঘরের অবয়বে মাঝে মাঝে
একএকদিন সব কিছু এলোমেলো করে দেয়
পৃথিবীর ক্ষণজন্মা বলিষ্ঠ বাতাস ;
মুখ থুবড়ে পড়ে যায় দেয়ালের ঈশ্বরের ফটো
কিংবা আরও কিছু মধ্যবিত্ত হতাশ আসবাব ;
চারিদিকে জমে ওঠা উজ্জ্বল ভিড়ের মধ্যে
একান্ত মগ্ন হয়ে তুলে ধরি এক লক্ষ আত্মীয় করতল,
সেই দিন, ঠিক সেই দিনই আপনাকে
মনে পড়ে মানিকবাবু, ভীষণ মনে পড়ে
শক্ত চোয়াল ওঠা মুখ, পুরু লেন্সের
মধ্যে আপনার দুচোখের দারুণ প্রদাহ।

এক বাটি চিনি ধার তাই নিয়ে
নিম্নবিত্ত কথার চাতুরী সবই আছে অবিকল

তথাপি ঘুনেধরা আপনার সেই পুতুলগুলো
বাজিকরের সুতো ছিঁড়ে অন্য সুরে কথা বলে,
শশি ডাক্তার, হোসেন মিঞা, হাওড়ার দিবাকর
ক্যানিঙয়ের পাঁচি, হারাণের দৃষ্টি হীন চোখ
ইদানিং বিশ্বাস করুন মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ
অন্যবিধ শব্দ ক'রে হেঁটে যায়. একসংগে
দূরে বহুদূরে, উদ্ভিন্ন দুপুরের রোদে
লীনাকেও সাথে নিয়ে সমুদ্রের খুবই কাছাকাছি।

একদিন আসুন না বিকেলে, দেখবেন
রাখা আছে সেইসব ফুলগুলো
শ্রাবণের পদ্মার মতো আমাদের হৃদয়ের ঢেউ।

আরণ্যক সংবাদ

কেনা জমিতে ফাটল নামে বৈশাখের ক্রুদ্ধ তপ্ত খরায়
দৃপ্ত তাপে চারাগাছ জ্বলে যায়, স্থবির বারান্দায় টবের অর্কিড
বসতির উদ্যানের বৈরাগী নিষ্পত্র জীবনের আনাচে কানাচে
কিশোর কিশোরী অকাল বসন্তে দুহাতের আশ্লেষে সবুজ হারায়
সারারাত সারাদিন মৌসুমী বৃষ্টিতে ভেজে ছিন্নমস্তা শ্বেত-পিরামিড
দূরবীনে আকাশ দেখে রক্তাক্ত গাঙুরের জলে বেহুলা স্পর্ধিত ভেলা ভাসায়

কান্নার ছক ভেঙে অস্থিসার দগ্ধ হৃদয়ে পুষ্পে গন্ধে বন্যা এলে
সাঁতার আশ্রয় করে পাড়ি দেয়, ভুবন পার হয়ে যায় একান্ত পাতালে
ছেলেকে পাঠিয়ে বনে আরণ্যক অন্ধকার মনে কৌশল্যা জননী কতজন
সম্বল হারিয়ে কাঁদে দমবন্ধ ফাঁদে মেরুবৃত্তে যুগান্তের আত্মীয় স্বজন
মারণাস্ত্রে জ্বালাবে আগুন ফাগুন ছড়াবে মাননীয় বৃক্ষের সমাজ
আকাশ স্তব্ধ হলেই হৃদয়ে, বন্দরে ছেড়ে যায় যুগান্তের যুদ্ধ জাহাজ
অরণ্যের চন্দন গাছের পাশে সযত্নে সমাধিস্থ প্রজন্মের লাস
মাটির পলির সাথে রক্তমাংস এক হয়ে লোকালয়ে ছড়ায় সুবাস।

লেখা হয়ে আছে

চতুর্দিকেই ম্লান হ'য়ে এলো হলদে রোদের সীমা
লোকালয়ে অন্ধকারে অচেনা কে করে চীৎকার
চোখ মেললেই যিশুখৃষ্টের সেই মগ্ন লৌকিক ভঙ্গিমা
বিসর্জনের বাজনা বাজে চোখ ছল ছল গৃহস্থ প্রতিমার।

সারা অঞ্চলে আগুন জ্বলে অথচ দারুণ নিঃশব্দ
যত দূর হাঁটি চোখ বাঁধা পরিচিত গণ্ডিতে অবরুদ্ধ
চেনা জানালায় মুখ দেখা যায় হৃদয়ে গরাদ আঁটা
দারুণ খবর আক্রমণে টল টল যুবতী গাছেও ভাটা।

সাত সকালে কোথায় যে যায় পড়শি দেখেনি তাকে
মধ্যদিবসে খুঁজে পেলে তারে সিন্দুকে তুলে রাখে
হাঁটতে হাঁটতে দরদালানে হঠাৎ বিপন্ন দাঁড়িয়ে গেলাম
জোড় ভাঙা এক প্রবীণ কপোতী দীর্ঘশ্বাসে বলে :
ঝড়ের খবর দিও তাকে, রাত্তিরে বসতিতে ফিরে এলে,
নিদারুণ বাঁচে খাড়া মাথাতোলা বালি খসা সব থাম
লাল খড়িতে লেখা হয়ে আছে করতলে, সময়ের পরিণাম

অন্তর্গত রক্তে

১লা মে, ১৯৭৫, ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন

অন্তর্গত সময়ের ভিতরে হাত
গর্জমান সমুদ্র সমর্থ প্রভাত
বৈশাখের তপ্ত তামা রোদ
রক্তের সব দেনা শোধ
পরিজন সমৃদ্ধ গৃহস্থ তল্লাট।

যারা সব যুদ্ধে ছিল
নিজগৃহে পরবাস শেষে
পরবাসী ফিরে এলো ঘরে
হাজার বছর ধরে দিন ভেঙে রাতভেঙে
ফিরে এলো ঘরে, শতকের ঘামে রক্তে নেয়ে।

হ্যানয়ের ভস্মমাখা ধূসর আকাশে
পিকাশোর সেই পারাবত
হাজার বছরের পুরাতন ডানা ঝেড়ে
হাইফং পার হয়ে কড়া নাড়ে
দরজায় মে দিনের ভোরে।

শতকের মূর্ছাহত উপোসী দুপুরে
ভানত্রয় চলে গেছে দূরে বহুদূরে
বিপন্ন জননী মুখ, প্রেয়সীর কপালের ঘাম
হোল্ড-অলে রাখাছিল রাইফেলের পাশাপাশি
প্রিয়তম ফটোর এ্যালবাম;

প্রতিবেশী সংক্রামিত ঝড়ের ভিতর
আমরাও হেঁটে যাবো ভেঙে যাবো
অরণ্য পর্বত, সাথে নিয়ে পিকাশোর সেই পাবাবত।
এমন উচ্ছ্বসিত বজ্রমেঘ ঝড়ের বিকেলে
রক্তের দাগ লাগে চোখে বুকে করতলে
কমরেড কোঙার নেই. দমদমে সুনীল নেই
তথাপি; সময়ের জটিল সুতোর আমরাই ধরে রাখি খেই।

পাখা

রাত্রির উপোসী গুমট অসম্ভব খণ্ড খণ্ড ক'রে
সিলিঙে ঘুরছে পাখা ঘর্মাক্ত অবিচল নাড়ি
স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে বয়স্ক স্মৃতির হাত ধ'রে
জানালায় ছায়া দোলে বিষণ্ণ চাঁদের আড়াআড়ি ;

গীর্জার ঘণ্টার সাথে রাত বাড়ে ঝড়ো হাওয়ার
মানচিত্র পিছনে রেখে ছুটে যায় দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার
সন্তান ঘুমিয়ে আছে খাটে, শস্য-ক্ষেতে মাঠে
সরীসৃপ ফুস ফুস কাটে অন্ধকার রাতে বিষ দাঁতে ;

এখনই কে যেন ঘুরন্ত পাখার মত মস্তিষ্কের পাশে
শুধুই বিচ্ছিন্ন ভ্রান্ত পথে হেঁটে চলে ক্লান্ত শব্দ আলাপ
নিঃশব্দে পৌঁছে দেয় জ্বলন্ত হৃদয় নদী অচীন পরবাসে
শহরের ফুটপাতে আকাশে হাঁটে শিশু যিশু নিষ্পাপ ;

বসতিতে ঘাসের বৈভবে শুনি রাতভোর শিশিরের গান
চারপাশে বুকের আকাশ ভরে মেঘমুক্ত আলোক অম্লান

ভাসালি কে তুই

বিক্ষোভ পুষেছি রক্তে বয়সে মেপেছি দণ্ডপল
ছিন্নমূল বটবৃক্ষ প্রতিশ্রুতির চিহ্নের অন্বয় হারালে
বিশীর্ণ শুকায় মাংস-অস্থি-রক্ত গিয়েছি চঞ্চল
স্মরণে আবেগমগ্ন বিকেলের পরিণত স্মৃতির দেয়ালে।

বিস্তারিত মানচিত্রে গর্বিত নামের নামাবলী লিখে
ইতিহাসে উদ্গত ঝর্ণা আলোকিত মুখর চৌদিকে
চেতনার দ্বিধা মুছি তবু কেন দুপুরের হিম দীর্ঘশ্বাস
সিন্দুকে হাত দিস কে তুই শতাব্দীর ঘাতক-বিশ্বাস?
আবরণ মুক্ত করো শতমুখ দিন-রাতের শায়ক
হঠাৎ বেরিয়ে এসে ছত্রখান হল বীজকণা
সকালের আলোর গর্ভে ডুবে থাকে প্রিয়অন্তর্মনা।
স্বপ্নের পাখিরা ওড়ে, ফেলে যায় প্রসন্ন পালক
জন্মান্ধ ভাসালি কে তুই অন্ধকারে কার দৃপ্তমুখ
অক্ষিগোলকে ধরে রাখি এইসব রমনীয় সুখ।

মহাকাল, ক্রান্তিকাল : সুকান্ত

এই কাল মহাকাল
এই কালই ক্রান্তিকাল
জেনেছিলে তুমিতো সেদিন ;

হৃদয়ের রক্ত কণা লবণাক্ত
স্বেদবিন্দু ফেলে এক আকাশ নক্ষত্রের
আরণ্যক শোভা বুকে নিয়ে
টলটলে দীঘির জলে
বাঁধানো পাথরে জমা
প্রাচীন শেওলা ঘাস,
অশ্বত্থের চারা বুকে নিয়ে
যুবতীর গা ধোয়া বিকেলের
গন্ধ-রঙ ধান রোওয়া হাতের জাদু
শ্রাবণের ঘন ঘোর মেঘের গর্জন
কোন এক মুখর মধ্যাহ্নে
প্রবাসী পাখিদের গান, পটুয়ার
তুলি হাতে তুমি এলে
রঙের পাত্রে শিমূলবন ;

তুমি এলে সমুদ্র কল্লোল আর
কল্লোলিত সমুদ্রের ধ্বংসে
ভেপুঁ বাজা মিলের আজব আঁধারে
এক বুক নক্ষত্রের আলো আর
সূর্যঘ্রাণ করতলে, পেশীতে নিয়ে
আমনের রক্ত বীজ ছড়ালে মাটিতে ;

এই কাল মহাকাল, এই কালই
ক্রান্তিকাল জেনে শতকের চক্রান্তে

বুকে জমা পুঁজ-রক্ত মুছে
চৈত্রের বিনিদ্র রাতে সাইরেনের কাঁপা স্বরে
ব্ল্যাক-আউট শহরের নরকে হেঁটে গেলে বিংশ শতকে।
যে বাতাস প্রকম্পিত করে
আমাদের গার্হস্থ আবিল অঙ্গন
যে আগুনে জ্বলে ওঠে
শতকের চাপা-পড়া বিবর্ণ উদ্ভিদ,
যে আহ্লাদে নেচে ওঠে
অতীতের দুরন্ত শিশুরা
সে আগুন হাতে নিয়ে
অগ্নি কোণে পা রাখা
জননীর উদ্বেগভরা শতাব্দীর প্রদীপ্ত কিশোর,

বারুদের গন্ধময় বুকের দাহন
সাম্য ও স্বাধীনতা, জন্মের রক্তের দাম
এইসব ইস্তাহার নিয়ে
অকস্মাৎ শতকের দুরন্ত যৌবনে
এই কাল মহাকাল, আমরাও
জেনে গেছি এই কালই ক্রান্তিকাল।

যেহেতু সময়

চোখের রেটিনায় নিরন্ন ঝাউবৃক্ষ কাঁপে
করতলে প্রতিক্ষণ জ্যোৎস্না করি পারাপার
গুণে গুণে সিঁড়ি ভেঙে নামি উঠি অন্ধকারে
স্বাস্থ্যবান.দিনের স্মৃতি বক্ষদেশে করে হাহাকার .

তরবারি সিন্দুকে রেখে খালি হাতে অবহেলে
পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আয়ুষ্কাল একান্তে ফুরায়
এখনো হয়নি সময়, মানুষের অমোঘ সময়
সূর্যের মুখ আঁকে বক্ষপটে অগ্নিগর্ভ দিনের ইজেলে
মঞ্চের মহারাজ ঘন ঘন রাজকীয় পোশাক পাল্টায় ।

বন নদী পাকা ধান গৃহস্থের নিরবধি কাল
এ পথেই রাত্রি ভেঙ্গে শীত গ্রীষ্ম প্রতিদিন হেঁটেছে সকাল
শারীরিক রক্ত দিয়েও আত্মজের নিশ্চয় মৃত্যু
কখনও কি রদ্ করা যায়, যদি ঘটে চিকিৎসায় ভুল
শুধুই বুকের পটে সারাক্ষণ বিঁধে থাকে সময়ের হুল ।

রামশ্যাম কাহিনী

দরজা জানালা বন্ধ যখন দুচোখ খুলে রাখি
সারাদিন রাত শুনি লক্ষ পদধ্বনি
কেউ জানেনা বুকের ভিতর ভরদুপুরে কোনখানেতে ফাঁকি
রৌদ্র মেঘে দিগ্বিদিকে হঠাৎ রণরণি।

মঞ্চ জুড়ে চতুর্দিকে হাজার নামের নামাবলি
পোষাপাখির মুখে নিত্য একই নামধাম
জরির তকমা ছিঁড়ে গেলেই মলিন ঝুলকালি
অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে দর্শক রামশ্যাম।

রাজার হুকুম বিলি ক'রে পয়সা লোটে ঢাকী
হাতপা বাঁধা মানুষগুলো সবাই চুপচাপ
মধ্যরাতে রাজার ঘরে জমাট বিলোল সাকী
একলা হলেই গলা টেপে অতীত মনস্তাপ।

দরজা-জানালা বন্ধ হলে দুচোখ খোলা রয়
শেষ প্রহরে এ নাটকের দগ্ধ অবশেষ
সকাল হলেই দর্শকেরা বুক চিতিয়ে তেমনি দুর্জয়
বুকের পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে আমারই স্বদেশ।

লাগবে ঝড় ভাঙা চালায় উঠবে নদী ক্ষেপে
তারই মধ্যে দাপাদাপি লক্ষ পদধ্বনি
কুমারী মাটি দিনদুপুরে উঠবে কেঁপে
রামশ্যামেরই হাতে উঠবে অস্ত্র ঝনঝনি।

কথার ভিতর বুকের ভিতর

কথার মধ্যেই সুখ-দুঃখ
কথার মধ্যেই ঝড় তুফান
ভাল মন্দ দিনের নিদান
উড়াল দেওয়া পাখির ডানা ;
অথৈ আকাশ মেঘের দুপুর
কথার মধ্যেই ন্যায়-অন্যায়
বুকের মধ্যেই নিকট ও দূর ;
পিছুটান আর ভালোবাসা
মধ্যরাতে ঘরের আশা
কথার চোখেই হাজার মানিক
কথার বুকেই যুদ্ধ হানা।

দৈনন্দিন খবর

অতলান্ত রাতের বয়সে দুঃস্বপ্নে হঠাৎ
রক্তপাতে ক্লান্ত ঘুম ভেঙে গেলে
এক পাতাল অন্ধকার নৈঃশব্দের ভিতর
একালের স্মৃতি-শোক-যন্ত্রণার শব্দগুলি
ভয়ানক শরীরী হয়ে গা এলিয়ে
একান্ত নির্জনে বসে পাশে জীর্ণ সোফায় ;

রঙচটা—তেলরঙ, কীট-দষ্ট বুক-সেলফ্
প্রভুভক্ত কুকুরের মুখ আঁকা গ্রামোফোন,
দাদুর জরি-আঁটা সামন্ত খেতাবি টুপি,
সিভিল গেজেট, সিংহেল হরিণ-মুখে
দীঘির জলের মত মার্বেল চোখ, এসব
সবই যেন এক মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হাপরের
ধক্ ধক্ শব্দে বিঁধে যায় একালের বুক-পিঠ ;

আমার শতাব্দী প্রাচীন দুঃখ শোক
ছুঁয়ে আছে এ ঘরের প্রতিটি আততায়ী
আগন্তুক আসবাব, রাত্রিচর পাখিদের
ডানার ঝাপটে মুক্ত বাতাসের স্বাদ লেগে থাকে
তখনই কালো রাত ধীরে, রজনী ধীরে
তলিয়ে যায় গায়ে-হলুদ রোদ্দুর ফোটার আগে

রাজকাহিনী

মঞ্চে নাটকে সম্রাটের অভিনয়ে কেটে গেছে কত্‌কাল
দর্শকসমাজ আজও ভাঙে উচ্ছ্বসিত হাততালি প্রখর
গ্রীণরুমে রঙ মুছে অবসাদে সম্রাট বলেছিল কাল :
উপোসী সন্তান ঘরে, প্রেয়সীর দুরারোগ্য জ্বর ;

মাস ভোর ঘোরা-ফেরা হাওড়া হুগলী বীরভূম
জাঁহাপনা জরির তক্‌মায় আঁটা বায়নার ঠাঁট
নেপথ্যে ঘরে পৃথিবীতে গৃহস্থালী অচৈতন্য ঘুম
পরচুলা খসে গেলে মধ্যরাতে পদচ্যুত বিপন্ন সম্রাট

পুরাতন দর্শকেরা শেষরাতে অবসন্ন কঠিন বিষাদে
নাটকের জমাট মধ্যিখানে পালাকার সঙ্গোপনে কাঁদে।

মন্ত্র চাই

ভয়ানক দুঃস্বপ্নের কোন বিনিদ্র রাত্তিরে
সন্তানসন্ততি সহ পরিচিত ক্ষুধার দুপুরে
সাংসারিক টেনসনের অসহ্য জিরো আওয়ারে
অনন্ত অবসাদভরা বেকার বিকেলে
পঞ্জিকা চিহ্নিত বিশেষ অশুভ সময়ে
দীর্ঘ গড়ন সেই উজ্জ্বল যুবকের সাথে
যদি দেখা হত : তাহলে বুকের মধ্যে
হাত ডুবিয়ে জন্মের উদাত্ত করতলে
আকাঙ্ক্ষার অঞ্জলি পেতে সটান
দাঁড়ানোর মতো কোন মন্ত্র চেয়ে নিতাম।

পৌষের শীতে কাঁথার প্রহসনে শোওয়া
রাত ভোর হ'লে সেই আশ্চর্য যুবকের সাথে
যদি দেখা হত, দুচোখ যথাসাধ্য
বিস্ফারিত করে বাকি দিনের মতো
প্রয়োজনীয় রোদ্দুরের বীজ চেয়ে নিতাম।

প্রতিজ্ঞায় সংহত এক মেঘের বিকেলে
লোকালয়ে মানুষের পায়ে চলা পথে
সেই ভয়ংকর যুবকের সাথে দেখা হ'লে
বারুদের চকিত গন্ধ আগুনের আদল হয়ে
লৌকিক মন্ত্রের মতো বারবার উচ্চারিত হল

পাবলো নেরুদাকে

ভালোবাসার জন্যে আপনি প্রচণ্ড রোদ্দুরে
ঘর্মাক্ত হেঁটে গেছেন একান্ত দুপুরে
ভয়ানক বৃষ্টিতে ভিজে ঘোলা জলের
সমুদ্র সাঁতরে গেছেন অকাতরে কতদিন ;

ভালোবাসার জন্যে প্রতিবেশী ভিখারীকে খুলে দিয়ে
প্রিয়তম শীতের র‍্যাপার দাউ দাউ জ্বালালেন
প্রতিদিন সকালেই দরকারী দারুণ আগুন
জ্বলজ্বলে অক্ষরে ঠিকানা লিখলেন
বান্ধব পৃথিবীর দেয়ালে দেয়ালে শুধু ভালোবেসে ;

তর্জনীতে সরাসরি দ্বিখণ্ডিত করলেন
আ-সমুদ্র হিমাচল, এবং প্রাকৃতিক রোদে জলে
পরিতৃপ্ত পলির উপর গনগনে বুকেব ছাপ ,

সেই ভালোবাসার জন্যেই এদেশে ওদেশে
লাঙলেব ফলার মতো চকচকে আমাদের দুচোখ ।

কাল সকালে

চোখ মেললেন, কি দেখলেন ?
ঘরের দাওয়ায় রক্ত !
ডাইনে বাঁয়ে, কোথায় যাবেন
চোরাবালির গর্ত ;
আস্তাকুঁড়ের বাঁদরগুলো
রাজার বড়ো ভক্ত
সুযোগ পেলেই বুঝিয়ে দেবে
শিকড়ওলা তত্ত্ব ;

চোখ মেলবেন, কি দেখবেন
সকাল সন্ধ্যেবেলা
পা দানিতে পা রেখেছেন
শূন্যে ট্রাপিজ খেলা
ইস্টিশনেই ডুবে যায়
বেহুলার ভেলা ;

কাল সকালে চোখ মেলবেন
দেখবেন রাজরক্ত
চোখ কান সব খোলাই রাখুন
ডান হাতটা শক্ত ।

তথাপি মানুষই পারে

বালক বয়সের সেই কীট-দষ্ট
রক্তশূন্য ভূগোলের নিরীহ পাতায়
আমারই স্বদেশে দামোদর-অজয়-পদ্মায়
আজো শুয়ে আছে সদ্য বিধবার
দীর্ঘ দুঃখের নীল রাত্রি যেন ; বেহুলার
ভেলায় ভাসে আদিম সভ্যতার কোন
ভাস্কোডাগামা-কলম্বাস বা কোন ক্যাপ্টেন কুক
হু হু করা সাদা কুট ঘোলা জলে ;

তথাপি মানুষই ফিরিয়ে দেয় যুদ্ধ জাহাজের
কালো মুখ, মেলে ধরে হাতে হাত
গাঢ় অন্তহীন রক্তের সংবাদ, তথাপি মানুষই
হেঁটে যায় আশ্বিনের মায়াময় শস্যের প্রান্তর।

মৃত্যু না জীবন বড় ?
কৃষ্ণকায় স্থিতাবস্থা না বিকশিত শতরঙ
ফুলের স্বদেশ ?   সমাজ চৈতন্য না শ্মশান সমাধি ?
এই সব প্রশ্নের বাদী-প্রতিবাদী-তর্কের গলাটিপে
মানুষই ফিরিয়ে দেয় প্লাবনের মুখ,
রক্তচক্ষু ক্ষুধার্ত বাঘের থাবা, অন্ধমত্ত রাতে
আজন্ম সামাজিক বিশ্বাসের কর্মিষ্ঠ আবাদী।

মৃত্যুভয় ক্ষণমাত্র, জীবন জিজ্ঞাসা চিরকাল
অপত্য রক্তের পলি ধ'রে রাখে কালের রাখাল ;
জনপদে মৃত্যু ম'রে ম'রে মৃত্যুতেই হয়ে যায় শেষ
অথচ বিস্তীর্ণ মানুষ হাঁটে চরাচরে অনন্ত অশেষ
নিজ রক্ত বুনে যায় শস্যক্ষেতে অনাবিল রোদের মহিমা
তথাপি মানুষই ভাঙে অন্ধকার ভূগোলের সীমা-পরিসীমা

ঘরে ঘরে যুদ্ধযাত্রা

মেঘনাদ বধের মাইকেলকে এই দশকে

এ এক ভয়ঙ্কর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রতিদিন
নিজ গৃহে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিক্ষণ প্রিয় রক্তপাত
এ যুদ্ধ কোনদিন ঘটেনিতো আপনার কালে
চক্রান্তে ষড়যন্ত্রে ছমছম তীর বেঁধা পিঠ,
অরণ্যের আদিম নৈঃশব্দ বিদীর্ণ করা শোক
বুকে রাখে ঘরে ঘরে অগ্নিদগ্ধ পিতৃত্ব রাবণ জনক,
অতি চেনা মানচিত্রের মেরুবৃত্তে বসবাস অসম্ভব আজ
যুদ্ধ পরিব্যাপ্ত বসতিতে সংসারে ময়দানে প্রতি দিনক্ষণ।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞগৃহে অতর্কিতে শ্রেণীশত্রু ঢোকে
গৃহশত্রু বিভীষণের চক্রান্তের কালো হাত ধরে,
প্রকাশ্যেই বীরবাহু মেঘনাদ সচকিতে হত্যা হয়,
আ-ভূমি ভূবন কাঁপানো ক্রুদ্ধ তরবারি হাতে
মেঘনাদ হত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে
ঘরে ঘরে প্রমীলা-গীতা-সুভদ্রা-অসীমারা যুদ্ধযাত্রা করে।